আইনস্টাইন : দূরের মানুষ ?

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রাক্তন অধ্যাপক)

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এবং কলকাতার সিটি কলেজ একদম এক বয়সী ! রাজা রামমোহন সরণীতে কলেজের যে বাড়ী তার প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে সামনের সিঁড়ি দিয়ে একটু উঠলেই চোখে পড়ে সেই শ্বেতপাথরের ফলক যাতে লেখা আছে কলেজের জন্ম ১৮৭৯ সনে। ঐ বছরই আইনস্টাইনও জন্মগ্রহণ করেন। এটা অবশ্যই একটা মজার সমাপতন – তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু সিটি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় আইনস্টাইন সম্বন্ধে আলোচনার গোড়াপত্তন যদি এই মজার তথ্যটি দিয়ে হয় তাতে ক্ষতি কি ?

আইনস্টাইন তাঁর জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। সারা পৃথিবীর আগ্রহ ছিল তাঁকে জানার, বোঝার। বিজ্ঞানী মহলের বাইরেও তাঁর ব্যতিক্রমী চরিত্র এবং অলোকসামান্য প্রতিভা আকর্ষণ করেছিল অনেক গুণী মানুষকে। তার মধ্যে আমাদের রবীন্দ্রনাথও আছেন।

"একক, নিঃসঙ্গ মানুষ বলে আইনস্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বৈকি। তাঁর জড়বাদকে তুরীয় বলা চলে, দার্শনিক ধ্যান ধারণার সীমান্ত-মুখী, সীমাবদ্ধ অহম্-এর জটিল জাল থেকে - জগত থেকে - নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর।"- লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩০ সালে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে।

প্রিন্সটনের এক বৃদ্ধ দ্বাররক্ষক আইনস্টাইনের খুব অনুরাগী। অথচ সে তাঁর তত্ত্বের কিছুই বোঝে না। কেন আইনস্টাইনকে এত পছন্দ করে সে, জিজ্ঞেস করায় বলে: যখন ওঁর কথা ভাবি তখন মনে হয় আমি একা নই।

এই হ'লেন আইনস্টাইন – দূরের , কাছের।

আমরা যারা রবীন্দ্রনাথ বা ঐ বৃদ্ধের মত তাঁকে চোখে দেখিনি – জন্মেছি অন্য দেশে, কালে তারা আইনস্টাইনের কোন ছবিটাকে ধরব, কাছের না দূরের ? পদার্থ বিজ্ঞানের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যে আইনস্টাইনের সঙ্গে পরিচয় হয় তিনি আশ্চর্য অদ্ভুত এবং দূরের মানুষ। কালের চোখে নিশ্চয় সেই পরিচয়টাই বড়, স্থায়ী। কিন্তু সেটাই কি সব ? আজ পশ্চিমবাংলায় বা ভারতবর্ষে যারা বিজ্ঞান পড়ে, তা নিয়ে ভাবে, যারা পেছোনো পরীক্ষার বা বিলম্বিত ফলাফলের অপেক্ষায়, কিংবা যারা সদ্য গবেষণা শুরু করতে চলল - তাদের সমস্যা-বেদনার জগতের সঙ্গে বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক কিংবদন্তীর নায়ক এই মানুষটির নিজস্ব জগতের কি কোন মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব ?

এইরকম একটা প্রশ্ন মনে রেখেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

একাকীত্ব আজীবন আইনস্টাইনের সঙ্গী। ছেলেবেলা থেকেই লাজুক, মুখচোরা ছিলেন - একা থাকতেই ভালবাসতেন বেশী। স্কুলে ছিলেন একা , সমবয়স্কদের তুলনায় বেশী সংবেদনশীল ও যুক্তি আশ্রয়ী মানসিকতার জন্য। আবার ইহুদি বলেও ছেলেরা বাঁকা চোখে দেখত তাঁকে। প্রথম যৌবনে একা হয়ে পড়েন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্বের জন্য - তখনকার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকদের এক বিপুল অংশ এই বৈপ্লবিক তত্ত্বের তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হন। তীব্র সমালোচনা ও বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ হতে হয় তাঁকে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে এত মতানৈক্য ছিল বলেই আইনস্টাইনের নোবেল পুরস্কারের ঘোষণাপত্রে তার কোন স্পষ্ট উল্লেখ ছিল না। তিনি পুরস্কৃত হন - "তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় তাঁর অবদানের জন্য ও বিশেষত: আলোকবিদ্যুত প্রক্রিয়ার সূত্র আবিষ্কারের জন্য।"

অবশ্য দু-এক দশকের মধ্যেই চিত্রটি পরিবর্তিত হয় । প্রথমে আপেক্ষিকতার "বিশেষ" ও পরে "সাধারণ" তত্ত্বের স্বপক্ষেও জোরালো প্রমাণ মেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে । বিশ্ব-ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায় । সঙ্গে সঙ্গে ঐ তত্ত্বের স্রষ্টাও পেয়ে যান বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও স্বীকৃতি । যদিও এই সম্মানের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন আমৃত্যু তবু শেষ বয়সে মতান্তর ও মতবিরোধ তাঁকে আবার একাকীত্বের দিকে ঠেলে দেয় । এবার বিরোধ ঘটে নবীনতর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ক্ষেত্রে "সম্ভাব্যতা" ও "কার্যকারণ" সম্পর্কের তাৎপর্য এবং ব্যাখ্যা নিয়ে । জীবনের শেষ তিরিশ বছর প্রিন্সটনে সেই একাকীত্বের মধ্যেই কাটল তাঁর । ব্যক্তিগত জীবনে হারালেন প্রিয় বন্ধুদের-Langevin চলে গেলেন । Ehrenfest আত্মহত্যা করলেন । চলে গেলেন সহধর্মিণী এলসা, যাঁর ভালোবাসা ও সেবা প্রায় পক্ষী-মাতার মত ঘিরে রেখে তাঁকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকু তৈরই করে দিয়েছিল চিরকাল । আর এইসব সয়ে অচঞ্চল আইনস্টাইন একাকী মগ্ন হয়ে রইলেন Unified Field Theory রচনার কাজে । অথচ ঐ সময়েই তাঁর খ্যাতি উঠেছে তুঙ্গে । বৈজ্ঞানিক মহলের বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাঁকে নিয়ে বিস্ময় ও আগ্রহের সীমা নেই । তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এতসব অবিশ্বাস্য গল্প যে জীবদ্দশাতেই তিনি কল্পকথার নায়ক হয়ে উঠেছিলেন । একটি ছোট্ট মেয়ে তাঁকে চিঠিতে লিখেছিল-'সত্যিই তুমি আছ কিনা এটা পরখ করতেই আমি চিঠিটা লিখছি'।

নিজে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন - "অধিকাংশ সময় আমি তাই করি যা আমার অন্তঃপ্রকৃতি আমায় করতে বলে । এর জন্য এত সম্মান ও ভালোবাসা লাভ করাটা খুবই অস্বস্তিকর । আমায় লক্ষ্য করে ঘৃণার শরও নিক্ষিপ্ত হয়েছে-কিন্তু তারা আমায় স্পর্শ করতে পারেনি ; কেন জানিনা, তাদের জগৎ অন্য । তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই । আমি সেই একাকীত্বর মাঝে বাস করি যা যৌবনে বেদনাদায়ক, কিন্তু পরিণত বয়সে উপভোগ্য।"

কিন্তু ঠিক এই জায়গাতেই এই 'অন্য জগতের' একক মানুষটিকে ভুল বোঝার একটা অবকাশ থেকে যায় । দৈনন্দিন তুচ্ছতার ভিড় থেকে দূরে থাকার এই বাসনা কিন্তু কখনোই তাঁর মধ্যে আশেপাশের মানুষজনের বা বৃহত্তর সমাজের প্রতি দায়িত্ব অস্বীকারের রূপ নেয়নি । সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি মুখর হয়েছেন বারবার । যে ইহুদি বিদ্বেষ ও হিটলারি ফ্যাসিবাদের শিকার তিনি নিজে হয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে ; কিন্তু পরবর্তীকালে আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি দুর্ব্যবহারও তাঁকে বিচলিত করে, বলেন - "আমেরিকায় প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিসত্তার মূল্য সম্বন্ধে আস্থা বোধ করে । কেউ-ই অন্য কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণীর কাছে নিজেকে ছোটো করে না ।এমন কি ধনের বিপুল বৈষম্য, মুষ্টিমেয় লোকের প্রচুর ক্ষমতা কিছুই এই সুস্থ আত্মনির্ভরশীলতাকে এবং অন্যের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি এই স্বাভাবিক মর্যাদাবোধকে অবদমিত করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকানদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা অন্ধকার দিক আছে। তাদের এই সমানাধিকার এবং মানবিক-মর্যাদার বোধ কেবলমাত্র সাদা চামড়ার লোকেদের মধ্যেই সীমিত। শ্বেতকায়দের নিজেদের মধ্যেও নানান অন্ধ সংস্কার আছে যার সম্বন্ধে একজন ইহুদী হিসেবে আমি খুবই সচেতন। কিন্তু অ-শ্বেতকায় জনগোষ্ঠীগুলির প্রতি, বিশেষত নিগ্রোদের প্রতি সাদা চামড়ার লোকেদের যা মনোভাব তার তুলনায় এটা কিছুই নয়।" কালো চামড়ার নিগ্রোরা জাতি হিসেবেই নিকৃষ্ট এরকম একটা কথা আমেরিকায় অনেকে, এমনকি অনেক সমাজ বিজ্ঞানীও চালাতে চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন -" গ্রীকদেরও ক্রীতদাস ছিল। তারা নিগ্রো নয় ছিল শ্বেতকায় যুদ্ধবন্দীর দল। অথচ তাদের সম্বন্ধে মনীষী অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে তারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব, তাদের পরাধীন এবং পদানত থাকাটাই সমীচীন।"

যুদ্ধ এবং সামরিক মনোবৃত্তির প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল অত্যন্ত তীব্র। অধিকাংশ বাচ্চারই সামরিক ইউনিফর্ম, ব্যান্ডের আওয়াজ বা শ্রেণীবদ্ধ কুচকাওয়াজের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে। অথচ আইনস্টাইন ছোটবেলা থেকেই ভীষণ অপছন্দ করতেন এইসব। স্কুলের কঠোর নিয়মকানুন তাঁর ভালো লাগত না। - "মাস্টারদের মনে হত মিলিটারি সার্জেন্টদের মত।" বহুবারই যুদ্ধবিরোধী জনসভা, মিছিল বা প্রচারাভিযানে যোগ দিয়ে তিনি তাঁর এই মনোভাব জনসমক্ষে ব্যক্ত করেছেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এই মানুষটির নামই জড়িয়ে পড়ল ইতিহাসের বীভৎসতম মারণাস্ত্রের সঙ্গে। হিরোশিমা নাগাসাকির ঘটনার পর আইনস্টাইন যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন বোধহয় কিছুতেই ভুলতে পারেননি যে যত পরোক্ষ এবং অনভিপ্রেত ভাবেই হ'ক এই ধ্বংসের দায়ভাগে তিনিও অংশীদার। তাই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনে। তাঁর সমকালের আরেক মণীষী বার্টাণ্ড রাসেলও এই সময় পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে বিশ্ব জনমত জাগিয়ে তোলার কাজে উদ্যোগ নেন। তিনি একটি ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরই করে পৃথিবীর কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কাছে পাঠান তাঁদের অনুমোদন ও স্বাক্ষরের জন্য। রাসেলের পরিকল্পনা ছিল বিভিন্ন দেশের এবং বিশেষত: কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট এই দুই গোষ্ঠীর বৈজ্ঞানিকদের এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করাবেন। বলা বাহুল্য আইনস্টাইনের নাম ছিল

তালিকার সবচেয়ে ওপরে। ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল রাসেল প্লেনে ক'রে প্যারিস যাচ্ছেন এই ঘোষণাপত্রের ব্যাপারেই জোলিও কুরীর সঙ্গে কথা বলতে। হঠাৎ শুনলেন ঘোষণা "এইমাত্র খবর পাওয়া গেল বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন লোকান্তরিত হয়েছেন।" রাসেল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন যে খবরটা শুনে তাঁর দুটো ধাক্কা লাগল। প্রথমটা আইনস্টাইন আর নেই বলে। দ্বিতীয়টা এইজন্য যে আইনস্টাইনের কাছ থেকে তখনও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর পাননি। তাঁর স্বাক্ষর না পেলে পুরো উদ্যোগটাই ব্যর্থ। প্যারিসে হোটেলে পৌঁছে রাসেল দেখেন তাঁর জন্য একটা চিঠি অপেক্ষা করছে সেখানে। দু-তিন লাইনের ছোট্ট একটা চিঠি - ১১ই এপ্রিল লেখা, আইনস্টাইন সম্মতি দিয়েছেন। এটাই অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সর্বশেষ সামাজিক কৃত্য। পরে তাঁর স্বাক্ষরবাহী ঘোষণাপত্রটি 'রাসেল-আইনস্টাইন ঘোষণাপত্র' নামে বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত হয়।

এতো গেল বৃহত্তর সামাজিক সচেতনতার দিক - বিবেকবুদ্ধি, কর্তব্যবোধ ও যুক্তি বিশ্লেষণ মানুষকে যে চৈতন্যে উপনীত করে। কিন্তু অত্যন্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও পাশের মানুষদের প্রতি তাঁর হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক দরদ সকলকে খুব গভীরভাবে স্পর্শ করত।

এমনিতে ছবি তুলতে দিতে চাইতেন না—কেউ যদি এসে বলত ছবিটা তুলতে দিলে ফটোগ্রাফারের সুবিধা হয় তক্ষুনি রাজী। অটোগ্রাফ দিতেন এই শর্তে যে প্রাপককে কিছু অর্থ কোন একটি দুর্গত পরিবারকে দিতে হবে। নিজে বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশের মুখে খুব রূঢ় আঘাত পেয়েছিলেন তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে। কিন্তু পরিবর্তে তিনি যখন প্রতিষ্ঠিত তখন অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন নতুন উদীয়মান বিজ্ঞান কর্মীদের। অপরিচিত সত্যেন্দ্রনাথকে কি সমাদরে তিনি বরণ করে নেন সে কথা তো সকলেরই জানা। এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ড ইনফেল্ডের নামও উল্লেখ করা উচিৎ। এই পোলিশ পদার্থ বিজ্ঞানী ইহুদী বিদ্বেষের শিকার হয়ে দেশ ছেড়ে পালান। বহু জায়গায় ঘুরে শেষে আইনস্টাইনের আবাস প্রিন্সটনে আসেন। একটি ফেলোশিপ পেয়ে তাঁর কাছে কাজও করেন এক বছর। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হ'লো আইনস্টাইনের নিজের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বছরের জন্য তাঁর ফেলোশিপ অনুমোদিত হয় না। অথচ কিছু টাকা ছাড়া তাঁর পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব। এই সমস্যার কথা শুনে আইনস্টাইন তাঁকে যে সমাধান বাতলালেন তা শুনে যে কেউ চমকে যাবেন, ইনফেল্ড নিজে তো গিয়েইছিলেন। তিনি বললেন, "আমি যা পাই তার থেকে ফেলোশিপের সমপরিমাণ অর্থ আমি তোমাকে দেব, তুমি কাজ চালিয়ে যাও"। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হলেও ইনফেল্ড অবশ্য এইভাবে অর্থ গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি অন্য পথে সমস্যার সমাধান করলেন। আইনস্টাইনের সঙ্গে একযোগে একটা বই লেখার পরিকল্পনা করে একজন প্রকাশকের কাছ থেকে সেই বাবদ আগাম টাকা যোগাড় করলেন। সেই টাকাতেই তাঁর ঐ সময়কার খরচ চলল। বইটি প্রকাশিত হয় "The Evolution of Physics" নামে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ধারণাগুলির ক্রমবিকাশের এমন স্বচ্ছ সুন্দর চিত্র খুব কম বইতেই আঁকা আছে। বইটির বিষয়বস্তুর মূল ধারণার অধিকাংশই আইনস্টাইনের ভাবনার ফল কিন্তু লেখার পরিশ্রমের সবটাই করেছিলেন ইনফেল্ড নিজে।

তাই দেখা যাচ্ছে গণিত ও পদার্থবিদ্যার তুরীয় মার্গে বিহার করতে গিয়ে আশপাশের মানুষজনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েননি আইনস্টাইন।

একদিকে নৈর্ব্যক্তিক অনাসক্তি অন্যদিকে মানুষের প্রতি অসীম দরদ—এই দুটি পরস্পর বিরোধী ভাব কি করে একই মানুষের মধ্যে সহাবস্থান করে তার খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন লিওপোল্ড ইনফেল্ড, তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "Quest"-এ । তিনি লিখছেন : "Einstein is the kindest, most understanding and helpful man in the world. But again this some what common place statement should not be taken literally; the feeling of pity is one of the source of human kindness. Pity for the fate of our fellow men, for the misery around us, for the suffering of human beings stirs our emotion by the resonance of sympathy. Our own attachment to life and people, the ties which bind us to the outside world, awaken our emotional response to struggle and suffering outside ourselves. But there is also another entirely different source of human kindness. It is the detached feeling of duty based on aloof, clear reasoning. Good, clear thinking leads to kindness and loyalty because this is what makes life simpler, fuller, richer, diminish friction and unhappiness in our environment and therefore also in our lives. A sound social attitude, helpfulness, friendliness, kindness may come from both these different sources, to express it anatomically from the heart and brain."

নৈর্ব্যক্তিক মনন এবং মানবিক দরদ এই দুইয়েরই উৎস যদি হয় মস্তিষ্ক তাহলে তাদের মধ্যে আর দ্বন্দ্ব থাকে না । আইনস্টাইনের মত বিশাল মাপের মানুষদের কথা ভাবতে গেলে এইরকম মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে দৈনন্দিন যে সব সাংসারিক দুঃখবেদনায় আমাদের মত ছোট মাপের মানুষেরা ক্লিষ্ট হয় সেগুলি নিশ্চয় এই উর্দ্ধলোকচারী মহামানবদের সম্পূর্ণই এড়িয়ে যায় । তাঁদের কর্ম ও সাধনার মত তাঁদের সমস্যা, দুঃখকষ্টগুলিও খুব বড়ো মাপের। এমনকি কখনও কখনও এমন রাগও তো হয় যে যত মহৎ দুঃখ বেদনা ইতিহাসের নায়করা ভাগটাগ করে নিয়ে অমর হয়ে আছেন,আর আমাদের জন্য উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে কিছু হীন, গৌরবহীন দুঃখেরা। আইনস্টাইনের জীবন কিন্তু অন্য কথা বলে।

তুচ্ছ, ক্ষুদ্র অপমান দুঃখেরা আইনস্টাইনকে ছেড়ে দেয়নি। জুরিখ পলিটেকনিক থেকে পাশ করে বেরোনোর পর দীর্ঘকাল তাঁকে এক অসহায় কর্মহীন অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়।

পরীক্ষায় বিশেষ ভালো ফল করা সত্ত্বেও তাঁর নিজের পলিটেকনিকে গবেষণার সুযোগ পেলেন না। বহু চেষ্টা করেও কোনও বিদ্যায়তনে শিক্ষকতার কাজ পাচ্ছেন না—বন্ধু গ্রসমান্-কে লিখছেন (এপ্রিল,১৯০২):

'গত তিন সপ্তাহ ধরে বাবা-মা'র কাছে ছিলাম। পুরো সময়টা জুড়েই কোনও একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ খুঁজেছি। আমি নিশ্চিত যে বহু আগেই এ ধরনের একটা কাজ আমি পেয়ে যেতাম যদি না ওয়েবার (Weber) এর ক্রোধ আমার বিরুদ্ধে কাজ করত। যাই হ'ক আমি কোনও সম্ভাব্য সুযোগই নষ্ট করছি না। আর তাছাড়া রসবোধটাও পুরোপুরি খোয়ানি এখনও—ভগবান যখন গর্দভের সৃষ্টি করেছিলেন তখন তাকে চামড়াটা বেশ মোটাই দিয়েছিলেন।"

এই ওয়েবার ছিলেন ওঁর পলিটেকনিকের মাস্টারমশাই। আইনস্টাইন ওঁর ক্লাস টাস করতেন না, একবার নাকি Herr Professor না বলে Herr Weber বলে ফেলেছিলেন। এই হ'ল ক্রোধের কারণ। অম্লান রসবোধের আড়ালে কিন্তু আইনস্টাইনের কষ্টভোগটা চোখ এড়ায় না। এই সময়কার হতাশা ও মনোকষ্টের একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় তাঁর পিতা হেরমান আইনস্টাইনের সেসময়ে লেখা একটি চিঠিতে যেটি তিনি লিখেছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ভিলহেলম্ অসটওয়ালডকে । চিঠিটা এইরকম—প্রিয় অধ্যাপক মহাশয়, আপনাকে এভাবে সরাসরি চিঠি লেখার জন্য মার্জনা করবেন, শুধুমাত্র নিজের ছেলের মঙ্গলের কথা ভেবেই আমি এই কাজ করার সাহস পেয়েছি। প্রথমেই বলে রাখি, আমার ছেলে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বয়স ২২ বছর, সে জুরিখ পলিটেকনিকে চার বছরের পাঠ্যক্রম শেষ করে গত গ্রীষ্মে খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পদার্থবিদ্যা ও গণিতে ডিপ্লোমার পরীক্ষায় পাশ করেছে। তারপর থেকে সে একটি এ্যাসিসটেন্ট পদ লাভের জন্য বহুবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছে। এ্যাসিসটেন্টশিপ পেলে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞানের চর্চা চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত। কিন্তু তা সে পায় নি। (মানুষ কে) একটু বিচার করে দেখার ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরা সবাই ওর প্রশংসা করেন, এবং আমি আপনাকে নিশ্চিত বলতে পারি যে অ্যালবার্ট অত্যন্ত একাগ্রমনা অধ্যবসায়ী ছেলে এবং নিজের বিষয়টিকে সে অত্যন্ত ভালবাসে।

বর্ত্তমানের এই কর্মহীনতা আমার ছেলেটির মনে এক গভীর বিষণ্ণতার সৃষ্টি করেছে, প্রতিদিনই এই ধারণা তাঁর মনে গেড়ে বসছে যে সে নিজের কেরিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ এবং জীবনে কোনোদিনই এর থেকে বেরিয়ে যাবার পথ সে ফিরে পাবে না। এর ওপর ও আরও মনমরা হয়ে পড়ছে এই ভেবে যে সে বুঝি আমাদের পক্ষে একটা ভারের মত হয়ে পড়ছে—কেননা আমাদের অবস্থা খুব ভালো নয়।

প্রিয় অধ্যাপক মহাশয়, বর্তমানকালের পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে আমার ছেলে আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করে বলেই আমি আপনার কাছে একটি অনুরোধ জানাচ্ছি—'আনালেন ডের ফিসিক' (Annalen der Physik) পত্রিকায় ওর লেখা প্রবন্ধটি যদি আপনি অনুগ্রহ করে পড়েন এবং সম্ভব হলে, তাকে উৎসাহ দিয়ে দু-এক ছত্র লেখেন তাহলে হয়ত সে আবার কাজ করার এবং বেঁচে থাকার স্বাভাবিক আনন্দটুকু ফিরে পায়। আর যদি এর সঙ্গে এখন বা আগামী শরৎকালে তার জন্য একটি এসিসটেন্টের কাজ যোগাড় করে দেওয়া আপনার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় তাহলে এই পিতার কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকে না।নিজের ধৃষ্টতার জন্য আরেকবার ক্ষমা প্রার্থনা করে শুধু এটুকুই আপনাকে জানাতে চাই যে আমার ছেলে কিন্তু এই অস্বাভাবিক চিঠি লেখার ব্যাপারে কিছুই জানে না।"

[Banesh Hoffman : Albert Einstein—Creator and Rebel, Paladin, new edn 1975]

এ চিঠি পেয়ে অসটওয়ালড অ্যালবার্টকে চিঠি লিখেছিল কিনা জানা যায় না কিন্তু কোনও এ্যাসিসটেন্টশিপ যে তিনি পান নি—এটা নিশ্চিত। শেষ অবধি বন্ধু গ্রসমানের বাবার সুপারিশে বার্ণের সুইস পেটেন্ট অফিসেই তাঁর প্রথম চাকরি জোটে। সে গল্পতো অনেকেরই জানা—কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করতে চাই সেটা হ'ল এই যে সদ্য-স্নাতক আইনস্টাইনকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল - হীনমনা দাম্ভিক শিক্ষকের শত্রুতা থেকে বেকারী অবধি - সেগুলোর সঙ্গে কিন্তু আমাদের সময়ে এই ভারতের এক সদ্য-স্নাতক বিজ্ঞান ছাত্রের সমস্যার খুব একটা অমিল নেই। দুজনের মধ্যে দেশ ও কালের যতই ফারাক থাক অভিন্ন সমস্যা ও দুঃখভোগের ঐক্যে তারা একই সাথে বাঁধা পড়ে এবং আইনস্টাইন যেন হয়ে পড়েন খুব পরিচিত কাছের লোক। প্রিন্সটনের দ্বাররক্ষকের মত আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে যে, না, আমরা একা নই।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এই সমস্যার কাছে তিনি কোনদিন আত্মসমর্পণ করেন নি, বাঁধা পড়ে যাননি। বার বার মুক্তি খুঁজে নিয়েছেন অন্য এক আকাশে— যার দিশা পাওয়া যায় আইনস্টাইনের Autobiographical Notes এর এই কটি লাইনে :

"Out yonder was this huge world which exists independently of us human beings and which stands before us like a great eternal riddle, at least partially accessible to our inspection and thinking. The contemplatiom of this world beackoned like a liberation and I soon noticed that many a man whom I have learned to esteem and admire had found inner freedom and security in devoted occupation of it…….The road to this paradise was not a comfortable and alluring as the road to the religious paradise. But it has proved itself as trustworthy and I have never regretted having chosen it."

তথ্যসূত্র:

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত অধিকাংশ তথ্য আইনস্টাইনের নিম্নে উল্লিখিত বইগুলি থেকে আহরিত:

- The World as I See It: প্রথম প্রকাশ 1935 সনে
- Autobiographical Notes: প্রথম প্রকাশ 1949 সনে
- Out of My Later Years: প্রথম প্রকাশ 1950 সনে
- Ideas and Opinions: প্রথম প্রকাশ 1954 সনে

বইগুলির প্রথম সংস্করণ আজ আর সহজলভ্য নয়। কিন্তু পরবর্তী কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশক নতুন সংস্করণে এগুলি প্রকাশ করেছেন। সেই সংস্করণগুলি অল্প আয়াসেই সংগ্রহ করা যায়।

[লেখাটি পরিবর্তিত আকারে পুনর্মুদ্রিত]